ঘুষের মামলায় পদ হারানো বিচারপতি যোগ দিলেন জামায়াতে



ছবি: সংগৃহীত

ঘুষের বিনিময়ে জামিন দেওয়ার অভিযোগে বিচারপতির পদ থেকে অপসারিত সাবেক বিচারপতি সৈয়দ শহীদুর রহমান এবার জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন।

জামায়াতে যোগদানের সময় তাকে দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমানের হাত থেকে ফুল গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিষয়টি সামনে আসার পর 'সৎ লোকের শাসন' প্রতিষ্ঠার কথা বলা জামায়াতে ইসলামীকে ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

২০০৩ সালের অক্টোবরে আইনজীবীদের এক সমাবেশে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির তৎকালীন সভাপতি রোকন উদ্দিন বিচারপতি সৈয়দ শহীদুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে জামিন দেওয়ার অভিযোগ আনেন। সে সময় অভিযোগটি দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

পরে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের নেতৃত্বে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের তিন সদস্যের একটি কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে। কমিটি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ার পর বিচারপতির পদ থেকে অপসারণের সুপারিশ করে।

ওই সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ২০০৪ সালের ২০ এপ্রিল বিচারপতি সৈয়দ শহীদুর রহমানকে পদ থেকে অপসারণের আদেশ দেন।

এরপর অপসারণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আইনি লড়াই করেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রাষ্ট্রপতির দেওয়া অপসারণের আদেশ বহাল রাখে।

ঘুষ নিয়ে জামিন দেওয়ার অভিযোগে অপসারিত বাংলাদেশের বিচারপতিদের মধ্যে সৈয়দ শহীদুর রহমানই একমাত্র ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়। তার আগে কিংবা পরবর্তী সময়ে একই অভিযোগে আর কোনো বিচারপতিকে অপসারণের ঘটনা ঘটেনি বলেও দাবি করা হয়।

বিচারপতির পদ থেকে অপসারিত হওয়ার বহু বছর পর সেই সৈয়দ শহীদুর রহমানই এখন জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলেন।

'সৎ লোকের শাসন' প্রতিষ্ঠার কথা বলা দলটিতে ঘুষের অভিযোগে অপসারিত একজন সাবেক বিচারপতির যোগদান নিয়ে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা শুরু হয়েছে।